এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। আঠাইশ ।।

দেখলে তো অর্পন এতো বড় একটা খেলায় জিতলাম অথচ তোমার বন্ধু একটু দাওয়াত করে খাওয়ালো না। না হয় অর্ধেক আমিই রান্না করে নিয়ে যেতাম। তবুতো সবাই মিলে একটু সেলিব্রেট করতে পারতাম।

বর্ণা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমিই ইংল্যান্ড থেকে খেলে এইমাত্র ঘরে ফিরলে। খুবই ক্লান্ত।

ওহ ঠ্যাঁশ দেয়ার একটা সুযোগ একেবারেই যেন হাতের মুঠোয় চলে এলো। যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল। তাই না? শোন আমি ওখানে খেলিনি সত্যি কিন্তু ওখানে ওই খেলার মাঠে আমার মন পড়েছিলো। চোখ দুটো টিভির পর্দায় কিন্তু আমি তখন ওখানে। আর হাত দুটো আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তুমি মান সম্মান রেখো। হতভাগা দেশটার খালি দুর্নাম। এই সেদিনও ইংল্যান্ডের টিমের কাছে যখন বাংলাদেশ হারলো ক্রিকেটের মুরুব্বী অমুরুব্বী সবাই যেন কোরাস ধরলো - বাংলাদেশ আর জিম্বাবুইকে আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট থেকে বের করে দাও। ওরা খেলতে পারে না। এখন দ্যাখ পারে কিনা।

বর্ণা বেগম - শোন, সামনে কিন্তু আরো খেলা আছে।

আমি বিলক্ষণ জানি। সে খেলাতে যে জিতবে এমন কথাও বলি না। খেলায় হার জিত থাকবেই আর ক্রিকেটের মত একটা আনপ্রেডিকটেবল খেলায় প্রতিটা মুহুর্তই অনিশ্চিত। কিন্তু তুমি আমার আক্রোশটা বুঝতে পারছো না অর্পন। যে মুহুর্তে ওরা হুক্কাহুয়া রবে বলছে বাংলাদেশকে বের করে দেয়া দরকার ঠিক সেই মুহুর্তে ক্রিকেটের কিংবদন্তীর নায়কদের বাংলাদেশের কাছে এমন পরাজয় একেবারে দাঁত ভাঙ্গা জবাব। আশীষ দা'র কার্টুনটা আমার সব কথা জেদ আক্রোশ ঝেড়ে দিয়েছে।

কোনটা যেন?

ওমা বলে কি? বাংলা সিডনীতে দেখোনি? ক্যাঙ্গারু কে বেঙ্গল টাইগার বলছে - ওই গেলি নাকি পুলিশ ডাকুম? আমার আর দুঃখ নেই। কথায় কথায় জ্ঞান উপদেশ দেবার মানুষ গুলোকে এমন করেই জবাব দিতে হয়।

শোন বর্ণা - আমার দোস্ত তোমাকে সেলিব্রট করার দাওয়াত দেবার কথা ভুলে গেলেও আমাদের মাননীয় হাইকমিশনার কিন্তু ভোলেন নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সব আয়োজন করে নিমন্ত্রন জানিয়েছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। যদিও সেটা ক্যানবেরায়। আমরা যেতে পারিনি। তবুও জেনে খুব ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে আমিও ওখানে ছিলাম।

অর্পন - হাইকমিশনার সাহের কিন্তু ইচ্ছে করলে সিডনীতেও কোন এক জায়গায় এমন একটা আয়োজনের উদ্দোগ নিতে পারেন।

তা ঠিক। হয়তো পারেনও। তবে খরচের কথাটা ভুলে যেও না বর্ণা।

আমরা সবাই যদি হাতে করে কিছু চা নাস্তা নিয়ে আসি তবে আর খরচ কিসের? ভেন্যুর ভাড়াটাও সবাই মিলে শেয়ার করা যাবে। তবুতো সবাই মিলে একটু আনন্দ করলাম। কিছু কিছু আনন্দ আছে যা একা একা উপভোগ করা যায় না অর্পন।
একশোবার মানি - যেমন -----
যেমন এখন আমার সাথে এসব আলোচনা করে তোমার মন ভরছে না - এইতো বলবে?
তোমরা মেয়েরা না ---
ব্যাস আর লাগবে না, মেয়েদের আর উদ্ধার করতে হবে না, ওই দেখো তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই ফোন করেছে।
যাও না - ধরো না।
হ্যালো হিমাদ্রী? কি করছি? ফাটাফাটি। দেখো না চব্বিশটা ঘন্টা আমার পেছনে লেগে থাকে। কি দেখে যে ওকে ভালো বাসলাম? আবার গাধার মত বিয়েও করে ফেললাম।
বর্ণা ওই দিল্লির লাড্ডু তুমিও খেয়েছো আমিও খেয়েছি।
তাই বুঝি হিমাদ্রী? তাহলে স্পিকার মোডে যাওতো বর্না। তোমাদেরকে আমার চামেলীর গল্পটা বলতেই হবে।
না ওটা তুমি বলতে পারবে না অর্পন।
কেন খালি আমাদের পুরুষগুলোর বদনাম কেন?
অর্পন ভাই বলেন - আমি শুনবো।
বলবো তো অবশ্যই কিন্তু শুনে যেন আবার ক্ষিপ্ত হয়ে যেও না হিমাদ্রী।
বেশ হবো না - বলেন।
একবার একদল সাংবাদিক হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালে গেছেন একটা রিপোর্টিং করতে। তো মেইন গেটে ঢুকতেই তাঁরা দেখলেন ২৩/২৪ বছরের এক শৃংখলিত যুবক "চামেলী" "চামেলী" বলে চিৎকার করছে আর শেকল ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন গাইডকে - যুবকটির কি হয়েছে? গাইড সাবলীলভাবে বললেন - আর বলবেন না । ছেলেটা চামেলী নামে একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে ও পাগল হয়ে গেছে। ওকে কিছুতেই থামিয়ে রাখা যায় না। রাতদিন খালি চামেলী। যাহোক যুবকটির জন্য সবাই খুব আফসোস করতে লাগলেন। সব ঘুরে দেখার পর সাংবাদিক দল যখন অন্য একটি গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন দেখছেন মাঝ বয়েসী এক লোক। বেশ মোটাসোটা। তাকেও অমন শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। এবং তিনিও দ্বিগুন স্বরে চিৎকার করছেন চামেলী চামেলী -- চামেলী রে চামেলী। সাংবাদিকরা তো অবাক। গাইডকে জিজ্ঞেস করলেন - তাহলে ইনিও কেন "চামেলী" "চামেলী" বলে চিৎকার করছেন? গাইড বললেন - সেই চামেলীকেই বিয়ে করে ইনি পাগল হয়ে গেছেন। খালি বলেন চামেলীরে আমি খুন করবো। লাড্ডু কে কখন কিভাবে যে খাচ্ছে আর মাশুল দিচ্ছে কে জানে!
অর্পণ ভাই আপনি পারেনও বটে।
আচ্ছা শোন হিমাদ্রী - হয় তোমরা আসো না হয় আমরা আসছি। এতো বড় একটা বিজয় একসঙ্গে একটু হৈ চৈ করবো না? আমাদের চামেলীতো তোমাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে।

কেন আমাদের ওপর ক্ষ্যাপা কেন?
ওই যে তোমারাও আসছো না আমাদেরও যেতে বলছো না।
সে জন্যেই তো ফোন করা। আপনার বন্ধু উলিতে গেছে আর আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে আপনাদেরকে ডাকবার।
হিমাদ্রী তোমার অর্পন ভাইকে বলো সে একাই যাবে। এই চামেলী আর যাচ্ছে না।
ভনিতা রাখো। অর্পনভাই যে চামেলী ছাড়া নড়েন না, আবার চামেলীও যে অর্পন ভাইয়ের পিছ ছাড়েন না তা আমাদের ভালো জানা আছে। ঠিক আছে আমি রাখছি তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এসো।
***

বুঝলে অর্পন - পত্রিকায় আমাদের গৌরবের সেঞ্চুরিয়ান আশরাফুলের বাবা মায়ের সাক্ষাৎকার পড়ছিলাম। ভদ্রলোক খুব বড় মনের মানুষ। ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত হলেও ভুলে যাননি তাঁরই ছেলের মত সম্ভাবনাময় আরেক ক্রিকেটারের কথা যে ছেলেটি অকালে ঝরে গেছে। বলছিলেন খুলনার ছেলে শামীমের কথা। আঠারো জুন শামীমের মৃত্যুদিন যেদিন আমাদের ছেলেরা এত বড় বিজয় ছিনিয়ে আনলো। শামীম বেঁচে থাকলে হয়তো সেও ওদের সাথে থাকতো। তাই আমি আমার এ আনন্দ, এ আনন্দের দিনটি শামীমের পূন্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

আচ্ছা দেওয়ান ওরা দু বান্ধবী মিলে আমাদের অভূক্ত রেখে গেলো কোথায়?
কাছেই কর্নার শপে গেছে এখুনি আসবে। শোন অর্পন - এখন ক্রিকেট প্রসঙ্গ থাক এবার একটু অন্য কথা।
বলো।
আমাদের ওয়েবসাইট গুলোতে একটা আবেদন লক্ষ্য করেছো?
কোনটা বলোতো?
ওই যে - চলুন আমরা বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনি।
ও হ্যাঁ ওই অন লাইন পিটিশনেতো আমিও সই করেছি।
শুধু সই করলে হবে না অর্পন। সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। যদিও এ সুকুমার উদ্দ্যোগটি নিয়েছেন হিউস্টনস্থ বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন তবে দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার ওপর। ওই পিটিশনের মাধ্যমে আমাদের এবং পাকিস্তানের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাটাই আসল ব্যাপার। শুনেছি সরকারও নাকি চাচ্ছে জনগনের মধ্য থেকে চাপ আসুক তাহলে ওদের "ভাসূরদের" বলতে পারবে " আমরা তোমাদের সাথে নতুন গড়ে ওঠা প্রেম প্রীতিতে আঘাত করতে চাই না শুধু জনগনের চাপে এটা করতে হচ্ছে।" শোন অর্পন তোমাকে একটা ঘটনা বলি। আমার খুব কাছের আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মমতাজ উদ্দীন আহমেদ। তাঁর কাছে শোনা এ গল্প। বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান এবং মমতাজ উদ্দীন একই ব্যাচের। হরিহর আত্মা। বললেন "আমরা তখন পাকিস্তানে। একাত্তরে। যারা জিডি পাইলট তাদেরকে ওরা গ্রাউন্ডেড করে রেখেছিলো। কিন্তু মতিকে ফ্লাইট সেফটি এন্ড ট্রেনিং অফিসার করা হোল। নানান

সাবধানতা নিয়ে ওরা মাঝে মধ্যে মতিকে ককপিটে দিতো শিক্ষানবিশ পাইলটদের প্রশিক্ষন দিতে। মতি ভীষণভাবে কমিটেড - সুযোগ পেলেই ও ফাইটার নিয়ে ভাগবে এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নেবে। ব্যাপারটা আমি জানতাম। সুযোগ একদিন এসেও গেলো। মতি, রশিদ মিনহাজ নামের এক অবাঙালী ফ্লাইং ক্যাডেটকে নিয়ে আকাশে উড়লো। তারপর ওকে সরিয়ে দিয়ে প্লেনের ককপিটে বসে উল্কার বেগে ছুটছে কখন বর্ডার ক্রস করবে। রাডারকে ফাঁকি দিতে লো ফ্লাইং করছে ওদিকে ধস্তাধস্তি হচ্ছে ট্রেইনি ফ্লাইং ক্যাডেট মিনহাজের সঙ্গে। শেষমেষ আর সামাল দিতে পারেনি। ক্র্যাশ করে দুজনেই মারা গেল। আমার সবচে প্রিয় বন্ধু হারিয়ে গেলো চিরদিনের জন্য। মিনহাজকে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'নিশান-এ-হায়দার"-এ ভূষিত করা হোল, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হোল আর মতি-কে মাসরুর বিমান ঘাঁটিতে চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের কবরস্থানে অবজ্ঞায় ডাম্প করলো। শুধু তাই নয় - সেই কবরস্থানের ফটকে মতি-র ছবি টাঙ্গিয়ে "গাদ্দার" লেখা হোল যাতে পথচারীরা ছবিতে থু থু ছিঁটাতে পারে।

এরপর যখন বিমান বাহিনীর প্রধান হলাম তখন সরকারী আমন্ত্রনে পাকিস্তানে গেলাম। পাকিস্তান বিমান বাহিনী প্রধান মাত্রাতিরিক্ত সম্মান খাতির-যত্ন করলেন। সফর চলাকালীন সময়ে এক সময়ে বললেন - আপনি একাত্তরের আগে এখানে ছিলেন, অনেকের সাথেই চাকরী করেছেন যারা এখন এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে - অবসরে আছে। যদি কারো সাথে প্রাইভেটলী দেখা করতে চান আমি ব্যবস্থা করে দেবো। অথবা যদি কোথাও যেতে চান - আমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারেন। আমি সাহস করে তাঁকে মতি-র কথা বললাম। তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলাম মতি-র সাথে আমার সম্পর্ক। বললাম আমি শুধু একটিবার মতি-র কবরে যেতে চাই। বেশ কিছুক্ষন সময় নিয়ে তিনি বললেন - আই উইল অর্গানাইজ ইট ফর ইউ। পরে গেলাম প্রিয় বন্ধুর কবরের পাশে। মনে হোল না গেলেই বোধহয় ভালো হোত। কি অযত্নে অবহেলায় যে মতির কবর পড়ে আছে। চারিদিকে জঙ্গল। না বললে বোঝাই যায় না ওটা একটা কবর। বুক ফেটে কান্না আসছে কিন্তু প্রটোকলের কারণে নিজেকে অতি কষ্টে সংবরন করেছি। সফর শেষে যেদিন দেশে ফিরে আসি সেদিন তাঁকে আবারো ধন্যবাদ জানালাম আমাকে মতি-র কবরে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। তারপর সাহস করে বলেই ফেললাম - মতি-র কবরটা বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারি কিনা। তিনি বললেন সহযোগিতা করবেন। আমি দেশে ফিরে কাজ শুরু করলাম। এর মাঝেই তাঁকে অবসরে পাঠিয়ে দেয়া হোল - আমিও অবসরে গেলাম - কাজটা আর আগালো না।"

সত্যি দেওয়ান এটা খুবই দুর্ভাগ্য - বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান এখনো পাকিস্তানের মৌরিপুরে মাসরুর বিমান ঘাঁটিতে অযত্নে অবহেলায় কবরে শায়িত। আমাদের সবার উচিত ওই পিটিশনে সই করা এবং দলমত নির্বিশেষে যার যার অবস্থানে থেকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

অর্পন - মমতাজ সাহেব সেদিন আরেকটা মজার ঘটনা বলেছিলেন। শুনবে?

অবশ্যই - বলো।

সেই বার তিনি সরকারী সফরে প্যারিসে গেছেন। বুঝতেই পারছো এক দেশের বিমান বাহিনীর প্রধান গেছেন আরেক দেশে। ফলে শান শওকত সাজ সজ্জা ডেকোরাম প্রটোকল

কোনটার কমতি নেই। রাস্তায় মোটর শোভাযাত্রা। শোঁ শাঁ। তো এমনি একদিন মোটর শোভাযাত্রা সহকারে তিনি যাচ্ছেন। তাঁর গাড়ীর সামনে গার্ড সিকিউরিটিদের গাড়ী, মোটর সাইকেল। সবাই সাইরেন বাঁশী বাজাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু একজন ফরাসী একটু বয়স্ক খুব ধীর গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুতেই রাস্তা ছাড়ছে না। মোটর সাইকেলে চড়া সিকিউরিটিরা তার কাছাকাছি গিয়ে বার বার বলছে রাস্তা ছাড়ো তবুও সে রাস্তা ছাড়ে না। উল্টো বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো - কেন? আমাকে রাস্তা ছাড়তে হবে কেন? সিকিউরিটিরা বললো একজন বিদেশী ভিআইপি আসছেন তাই। লোকটি বললো - আমি এই দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছি আমার চেয়ে বড় ভিআইপি আর কে? আমি রাস্তা ছাড়বো না। ইতিমধ্যে চারিদিকে ওয়ারলেস। ওয়াকিটকি। হুলস্থুল। কিন্তু কোনভাবেই কোন আইনে ওই মোটর সাইকেল আরোহী ফরাসী মুক্তিযোদ্ধাকে রাস্তা থেকে সরানো গেলো না। মমতাজ সাহেবের গাড়ীতে উপবিষ্ট ফরাসী প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা বিষয়টি বিনীতভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন এবং বললেন আমরা ওঁকে রাস্তা থেকে সরাতে পারবো না। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ভিন্নতর।

যাহোক পরে একসময়ে ফরাসী মুক্তিযোদ্ধাটি রাস্তা থেকে সরে অন্য রাস্তায় তার গন্তব্যে চলে গেলে শোভাযাত্রার গাড়ী বহর দ্রুত এগোতে থাকলো।

কি অদ্ভূত ব্যাপার তাইনা দেওয়ান? আর আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা ভিক্ষে করে জীবন চালায় নয়তো দারিদ্রের কষাঘাত, বিবেক সম্পন্ন জাতির অবহেলা আর অবজ্ঞায় মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রহর গোনে। তার মাঝেও যখন আমাদের মাননীয় হাই কমিশনার জনাব আশরাফ-উদ-দৌলা-র মত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এমন সম্মানজনক আসনে দেখি তখন মনটা হতাশার মাঝেও ভরে ওঠে।

তুমি জানোতো অর্পন মাননীয় হাই কমিশনার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধেই তাঁর পা হারিয়েছেন। সে কারণে যেমন তিনি গর্বিত তেমনি আমরাও। তিনি একজন সফল মুক্তিযোদ্ধা। সফল কূটনীতিবিদ।

কই ওরা তো এখনো এলো না। চল আমরা একটু এগিয়ে দেখে আসি। নাকি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কোথাও খেতে বসে গেছে।

আরে যাবে কোথায় - টিকেট তো আমার হাতে?

তোমার কথাটা বুঝলাম না দেওয়ান।

না মানে একটা গপ্পের কথা মনে হোল তো।

চলো আমারা বের হই আর হাঁটতে হাঁটতে তোমার গপ্পটা শুনি।

গপ্পটা হোল - এক লোক লঞ্চ ঘাটে টিকেট কিনে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় লঞ্চ ছেড়ে দিলো। এ লোক তো টিকেট হাতে দাঁড়িয়েই আছে। পাশের আর এক লোক তাকে বললো - আপনি না লঞ্চে যাবেন, লঞ্চতো চলে গেলো। তখন সে বলছে - আরে যাবে কদ্দুর, টিকিট তো আমার হাতে।

(চলবে)